Political Science General -5th Sem

DSE-1A: Themes in Comparative Political Theory

Topic no 1: Distinctive features of Indian and Western political thought
By – Shyamashree Roy

ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তার আলাদা বৈশিষ্ট্য

1.**নীতিশাস্ত্রের প্রভাব:** প্রাচীন ভারতে সামাজিক চিন্তাভাবনা কেবল নৈতিকতার কয়েকটি নির্দিষ্ট নীতিকে আশ্বাস দেয় না, তবে এটি সর্বদা বৈষয়িক জীবনকেও পরিচালনা করার চেষ্টা করে। ধর্মকে সচেতনভাবে পুণ্য জাগ্রত করতে হবে এবং ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত নৈতিক জীবন, নৈতিকতার পথিক হিসাবে কাজ করতে হবে। রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িক জীবনে যথেষ্ট পরিসংখ্যান এবং জীবন তত্ত্ব নিজেকে নৈতিকতার তত্ত্ব হিসাবে সমাধান করতে এগিয়ে যায়। সংক্ষেপে, রাজনৈতিক বিজ্ঞান পুরো সমাজের নীতিশাস্ত্রে পরিণত হয়, সমাজের সম্পর্কের জটিল গোষ্ঠীতে পাওয়া যায় মানুষের কর্তব্যবিজ্ঞানের একটি বিজ্ঞান। কিন্তু যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়টি আসে, তখন কেউ দেখতে পাবে যে নৈতিক অর্থগুলি কঠোর বাস্তবতার সাথে মিল রেখে চলেছে। কূটনীতি সম্পর্কে ডিলিং, উদাহরণস্বরূপ কৌটিল্য ম্যাচিয়াভেলির মতোই বাস্তবে পরিণত হন। নৈতিক উচ্চতা থেকে হঠাৎ করেই একই লেখকের র‍্যাঙ্কেস্ট রিয়েলিজমের দিকে পড়তে পারে কেউ লক্ষ্য করতে পারেন। উচ্চতর বর্ণের অংশীদার হিসাবে সরকার: প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণাস এবং পরবর্তীকালে বৈশ্যগণ মিলে শাসক শ্রেণি গঠন করেছিলেন। শূদ্ররা ছিল পরিবেশনকারী শ্রেণি। 'ক্ষত্র' - আধ্যাত্মিক শক্তি 'ব্রহ্মা' - থেকে আধ্যাত্মিক শক্তি থেকে তার শক্তি এবং কর্তৃত্ব লাভ করে। বৈশ্য কৃষিক্ষেত্রের মতো ব্যবসায় এবং রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি সরবরাহ করেছিল। পুরোহিত সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। তিনি অস্থায়ী শক্তি 'ভারত' এর পরিবর্তে 'শ্বরের সাথে 'বৃহস্পতি' পরিচয় পেয়েছিলেন। তাঁর কাজ ছিল ধর্মকে ব্যাখ্যা করা এবং অনুষ্ঠানগুলির সভাপতিত্ব করা। পুরোহিতের দ্বারা রাজ্যাভিষেক করা রাজকীয় শক্তি প্রয়োগের পূর্ব প্রয়োজনীয় ছিল। প্রতীকীভাবে এর অর্থ, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কাছ থেকে তাঁর শক্তি অর্জন করেছিলেন। পুরোহিত ছিলেন রাজার প্রধান উপদেষ্টা। মজার বিষয় হচ্ছে, ইউরোপের মতো নয়, ভারতে পুরোহিত সাময়িক ক্ষমতার পক্ষে লড়াই করেননি, এমন একটি ঘটনা যা ইউরোপে যথেষ্ট দীর্ঘকাল ধরে ছড়িয়ে পড়েছিল। পুরোহিত শ্রেণি দ্বারা প্রভাবিত প্রভাবটি ছিল এক বিচিত্র ধরণের। তাদের শিক্ষার একচেটিয়া অধিকার ছিল এবং ধর্মের একমাত্র দোভাষী ছিল। কেউই না, এমনকি রাজাও তাদের ব্যবস্থাপত্রের বাইরে যেতে পারেন নি। সম্প্রদায়ের বৌদ্ধিক নেতৃত্ব এবং ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের ফলে পুরোহিত শ্রেণীর কোনও গির্জা বা এ জাতীয় কোনও আধ্যাত্মিক সংগঠনে নিজেকে সংগঠিত করার দরকার ছিল না।

2.**রাজনীতিতে বর্ণ ভিত্তিক সামাজিক কাঠামোর প্রভাব:** পরবর্তী বৈদিক যুগে বর্ণ সকল সামাজিক জল্পনা-কল্পনাতে বর্ণ একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে এবং সরকারের তত্ত্বের উপর এর সরাসরি প্রভাব ছিল। সমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম বর্ণের ভিত্তিতে স্থির ছিল। প্রতিটি বর্ণকে নির্দিষ্ট কার্যাবলী দেওয়া হয়েছিল। রাজার সর্বাধিক কর্তব্য ছিল যে প্রত্যেকে নিজের বর্ণের জন্মের কাজ সম্পাদনের জন্য নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। জাতি ছিল একটি স্বীকৃত অবস্থা। ব্যক্তিটি নিজের আগ্রহ বা মত প্রকাশের জন্য নয়; তিনি নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা শেষ নির্ধারণ করেননি। বর্ণাশ্রমধর্ম মানবিক মূল্যবোধের মূল্যে সমাজকে উঁচু করে

তুলেছে। যৌথ উপাদানগুলিকে ব্যক্তিগতভাবে অনেক কিছু দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত বর্ণ বা বর্ণ তাদের অর্পিত অধিকার এবং কর্তব্যগুলি ভোগ করার ক্ষেত্রে সমানভাবে সুযোগ্য ছিল না। ব্রহ্মণাস ও ক্ষত্রিয় - সুপার বর্ণগুলি ছিল শাসক শ্রেণি। একজন ব্যক্তির দায়িত্ব ছিল সামাজিক। যেহেতু বর্ণগুলি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত ছিল যে তারা একসাথে সামাজিক ব্যবস্থা গঠন করেছিল, যদি কোনও ব্যক্তি তার কর্তব্যকে লঙ্ঘন করে তবে তিনি কেবল আদেশকে লঙ্ঘন করেননি, তিনি প্রকৃতপক্ষে অসামাজিক হয়ে উঠেছিলেন। এইভাবেই হিন্দু তত্ত্বটি মানুষের v / s রাষ্ট্র বা সমাজের অ্যান্টি-থিসিসকে কাটিয়ে উঠবে।

ধর্মের কাঠামোর মধ্যেই রাজনৈতিক জীবন কল্পনা করা হয়েছিল: পলিটো এবং এরিস্টটলের 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'রাজনীতি' এর সাথে তুলনামূলকভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সাথে এককভাবে আচরণ করে এমন কোনও প্রাচীন ভারতে পাওয়া যায় না। সমস্ত লেখায় একটি অতিপ্রাকৃত উপাদান উপস্থিত রয়েছে। Divine সর্বশক্তিমান এবং সমাজ ও সরকার গঠনে দৃশ্যমান; divine উদ্দেশ্য রাজা দ্বারা প্রয়োগ করা হয়, divine শাস্তি পার্থিব শাস্তিকে শক্তিশালী করে এবং কখনও কখনও এটি পরিপূরক করে। এটি প্রায় সমস্ত গ্রন্থে আমরা খুঁজে পাই যা মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কিত। তবে একজনকে বাস্তবতা বিশ্বাস করতে পরিচালিত করা উচিত নয়। 'সাস্ত্র', traditions এবং মানুষের প্রকৃত জীবনের মধ্যে একটি বিস্তৃত ব্যবধান ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, যা সাধারণত হিন্দু ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তা সর্বত্র বিস্তৃত ছিল না। এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদী traditions ছিল, যা প্রকৃতিতে বস্তুবাদী ছিল এবং যা সাধারণ মানুষের ক্রিয়াকলাপ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বৌদ্ধের অবদান এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে কোনও স্পষ্ট বিভেদ নেই: সরকারী সংস্থা এবং রাজনীতিতে বৃহত্তর গোটা গোটা সমাজের একটি অংশ হিসাবে দেখা হয়েছিল। অন্য কথায়, সমাজ একসময় ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক ছিল। এটি সাধারণত একটি বিস্তৃত পদ্ধতিতে দেখা হত। রাজনৈতিক কোণ থেকে সমাজের দিকে তাকানোর অভ্যাস গড়ে উঠেনি। ফলস্বরূপ, রাজ্য বা সরকার উভয়েরই সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। উভয়ই বিনিময়যোগ্য পদ ছিল।

4. **রাজতন্ত্র ছিল সরকারের সাধারণ রূপ:** যেহেতু সমাজের চারগুণ বিভাগ ক্ষত্রিয় বর্ণের সাথে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করেছিল, তাই রাজতন্ত্র ছিল প্রাকৃতিক পরিণতি। সেখানেও অ-রাজতান্ত্রিক রীতি ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র উদাহরণস্বরূপ, 'দ্বৈরাজ্য' (দুই রাজার দ্বারা শাসিত) 'বৈরাজ্য' (রাজাবিহীন রাষ্ট্র) ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন, সেখানে 'গণসংঘ '৩ ছিল যা কে পি। জয়সওয়ালের মতে আধুনিক প্রজাতন্ত্রের সাথে তুলনীয়। তবে তবুও রাজতন্ত্র ছিল সরকারের সাধারণ রূপ। যদিও এখানে রাজতান্ত্রিক রুপ ছিল না, সেগুলি একটি নিয়মের চেয়ে বরং ব্যতিক্রম ছিল।

5. **সরকার সার্বভৌম ছিল না:** তার অস্তিত্বের প্রকৃতি থেকেই প্রাচীন ভারতে সরকারকে এই শব্দটির অস্টিনিয়ান অর্থে সার্বভৌম হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। এটি আদেশগুলিতে বৈধতা দেয় না; বরং এটি এর j বৈধতায় ভাগ করে নিয়েছে। বিপরীতে, সরকারের নিজস্ব কোনও অস্তিত্ব ছিল না। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ কেবল এটির কাজ ছিল। সার্বভৌমত্ব প্রকৃতপক্ষে divine ইচ্ছার দ্বারা উত্সাহিত হয়েছিল। ব্যক্তি পক্ষ থেকে, সামগ্রিকভাবে সমাজ ব্যতীত কোন unক্যবদ্ধ আনুগত্য ছিল না, এককভাবে অনুগত ছিল না। ; একমাত্র সার্বভৌমত্বের বহুত্ববাদী তত্ত্বই ভারতীয় ঘটনাটি বুঝতে পারে।

অন্যান্য বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য: উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও অধ্যাপক ভিক্ষু পারেক হিন্দু রাজনৈতিক traditions আরও কয়েকটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। তারা হ'ল: প্রথমত, হিন্দু

tradition মূলত সম-সমতাবাদী। যদিও এটি সকল পুরুষের নৈতিক সাম্যের ধারণাটি বিকশিত করেছিল, তবে এটি কখনও কখনও সামাজিক, আইনী এবং রাজনৈতিক দলগুলির বিকাশ করে না। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক চিন্তাধারার হিন্দু tradition অভিমুখীকরণে বহুত্ববাদী। হিন্দু রাজনৈতিক লেখকরা প্রথম থেকেই সামাজিক দলগুলির স্বায়ত্তশাসনকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তৃতীয়ত, প্রারম্ভিক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চিন্তাধারা মূলত প্রতিষ্ঠিত সামাজিক শৃঙ্খলা রীতিবিরোধী ও ক্ষমাশীল ছিল না। বেশিরভাগ হিন্দু ধর্মের বর্ণ ভিত্তিক ধারণা, কার্মের মূলত মারাত্মক মারাত্মক ধারণা, শূদ্র ও দাসদের অবক্ষয়, রাষ্ট্রের বিস্তৃত নৈতিক হস্তক্ষেপ এবং অন্যান্য জাতীয় হিসাবে বর্ণ লেখেন। এটি সামাজিক দ্বন্দ্বের পুরো অঞ্চলটিকে উপেক্ষা করেছে। চতুর্থত, বহু হিন্দু লেখক মূলত শাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য লিখেছিলেন। তাদের রচনাগুলি মূলত নীতিশাসন বা প্রশাসনের ম্যানুয়াল; অতএব, এটি মূলত ধর্মীয় এবং ব্যবহারিক।

DISTINCTIVE FEATURES OF WESTERN POLITICAL THOUGHT

ওয়েস্টার্ন রাজনৈতিক ধ্যান: প্রকৃতি এবং বিষয়বস্তু

ইতিহাস ব্যতীত যে কোনও সমাজের জন্য পশ্চিমাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা কল্পনা করা অসম্ভব, রাজনৈতিক চিন্তাধারা রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত, তবে এটি ইতিহাসই রাজনৈতিক চিন্তাকে তার চূড়ান্ত ভিত্তি দেয়। আমরা বলতে চাইছি না যে রাজনীতি ছাড়া রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা অধ্যয়ন করা যেতে পারে, তবে আমরা অবশ্যই জোর দিয়ে বলতে চাই যে আমরা ইতিহাস ছাড়া রাজনৈতিক চিন্তাকে সংশোধন করতে পারি না, তিহাসিক প্রসঙ্গে রাজনৈতিক চিন্তাকে বোঝা, তথ্য হিসাবে, রাজনৈতিক চিন্তাকে আসল অর্থে বোঝা। ' একজন রাজনৈতিক দার্শনিকের রাজনৈতিক দর্শন দার্শনিক দম ফেলার যুগে উঠে আসে। তথ্যে, তাঁর রাজনৈতিক দর্শন দার্শনিক যে সময়ে বেঁচে থাকে তার একটি উত্তর। তাঁর দর্শনকে তাঁর সময়ের ইতিহাস থেকে আলাদা করা যায় না। কোনও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ বয়স বা তার সময়ের ব্যাখ্যা না নিয়ে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন গড়ে তোলেন না। এই দৃষ্টিকে অন্য অর্থে বললে বলা যেতে পারে যে একজন রাজনৈতিক দার্শনিক কেবল তাঁর মিলিয়্যুতেই বোঝা যায়। প্লেটো যদিও আদর্শবাদী, তবুও তাঁর মাটি থেকে কদাচিৎ পৃথক হতে পারে তাঁর রাজ্যগুলির শ্রেণিবিন্যাসটি তখনকার বিরাজমান হিসাবে শ্রেণিবিন্যাসকে চিত্রিত করেছিল; তাঁর শিক্ষার তত্ত্বটি তখন এথেন্স এবং স্পার্টায় যা ছিল তার থেকে খুব বেশি আঁকছিল। ম্যাকিয়াভেলির পুরো পদ্ধতিতে তার ইতিহাসের প্রতি চিত্রিত হয়েছে। কার্ল মার্কস ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার পক্ষে সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ পরিস্থিতি সর্বদা এমন ভিত্তি দেয় যেগুলির ভিত্তিতে রাজনৈতিক দার্শনিকরা তাদের দর্শন তৈরি করেছিলেন। তদুপরি, আমরা কেবল রাজনৈতিক তিহাসিক প্রসঙ্গে রাজনৈতিক চিন্তকের রাজনৈতিক দর্শন বুঝতে পারি। একজন রাজনৈতিক দার্শনিককে তাঁর সময় থেকে আলাদা করুন; একজন সর্বদা পপারকে মুক্ত সমাজের শত্রু হিসাবে প্লেটোকে নিন্দা করার জন্য আবিষ্কার করবেন। একটি প্রাসঙ্গিক সংশোধন একটি পাঠ্য

বোঝার সর্বদা একটি নিরাপদ পদ্ধতি। প্রসঙ্গবিহীন একটি পাঠ্যটি বেস ছাড়াই কাঠামো। নবজাগরণের প্রসঙ্গে মাচিয়াভেলি আরও ভালভাবে বোঝা যায়। উত্তর-দক্ষিণ মেরু হিসাবে পৃথক পৃথকভাবে তাদের মতামত সহ হবস এবং লক, ইংরেজি গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে আরও ভালভাবে পড়াশোনা করতে পারে। ইউরোপীয় / পাশ্চাত্য সমাজের ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদের আলোকে মার্কস কল বোঝা যাচ্ছে। এটি বেড়েছে এবং বেড়েছে, এবং তথ্যগুলিতে সর্বদা বর্ধমান থাকবে। এটি একটি সাধারণ পদ্ধতিতে বেড়েছে; পরবর্তী প্রতিটি দার্শনিক পূর্বের দার্শনিকের দর্শন বা রাজনৈতিক চিন্তাকে নিন্দা / সমালোচনা করে এবং পদ্ধতিতে তার নিজস্ব দর্শন তৈরি করে। অ্যারিস্টটল তাই করেছিলেন প্লেটোকে নিয়ে; ফিল্কারের সাথে লক এটি করেছিলেন; বেনথাম, ব্ল্যাকস্টোন সহ; জন স্টুয়ার্ট মিল, বেন্টহ্যামের সাথে; হেগেল, অ্যাডাম স্মিথ, প্রডহোনকে নিয়ে মার্কস তাই করেছিলেন। সুতরাং পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা বেড়েছে; এটি পোলিমিকের উপর এগিয়ে যায়, এটি পরিবর্তন হয় তবে এটি অবিরত থাকে। এটি প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের দিনগুলি থেকে অব্যাহত রয়েছে। তখনই যদি বলা হয় যে সমস্ত দর্শন প্লেটোর পাদটীকা।

প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল যৌথভাবে পশ্চিমাদের রাজনৈতিক চিন্তার পুরো ফ্যাব্রিকাকে ভিত্তি দিয়েছিল; রাজনৈতিক আদর্শবাদের জন্য এবং রাজনৈতিক বাস্তববাদ হ'ল পশ্চিমা রাজনৈতিক দর্শনের সেই দুটি স্তম্ভ, যেখান থেকে আরও অন্যান্য সম্পর্কিত ছায়াছবি উঠে আসে। পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তায় কী রয়েছে তা চিহ্নিত করা সহজ নয়। প্রচেষ্টা, সত্যই, নির্বিচারে হবে। যদিও, পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তার প্রধান বিষয়বস্তু, সৃষ্টির স্বার্থে একটি বিষয় বলা যেতে পারে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং পদ্ধতি; রাজনৈতিক আদর্শবাদ এবং বাস্তববাদ। পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক পদ্ধতিগুলি পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাগুলি মূলত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং তাদের সম্পর্কিত পদ্ধতিগুলির সাথে সম্পর্কিত হয়। রাজনৈতিক তত্ত্ব যদি রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত বা প্রাসঙ্গিকভাবে সম্পর্কিত, রাজনৈতিক চিন্তাধারার যেমন আগমন ঘটে, তখন একদল রাজনৈতিক দার্শনিকের লেখা থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিষয়টি বোঝায়, যেমন এটি নিযুক্ত এবং কীভাবে এটি ব্যবহার করা হয়, এবং কি বস্তুর জন্য এটি বিদ্যমান। আগের দিন থেকে এখন অবধি রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত এই জাতীয় প্রশ্নগুলির সাথে মোকাবিলা করেছেন: প্লেটো রাষ্ট্রের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন যেমনটি অ্যারিস্টটলের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত যিনি তাঁর সমস্ত ক্ষমতা সর্বোত্তম ব্যবহারিক রাষ্ট্রের উপর উত্সর্গ করেছিলেন। প্রাচীন রোমান তাত্ত্বিকরা প্রশাসনে আইনের প্রকৃতি এবং ভূমিকার সাথে কথা বলেছিলেন। মধ্যযুগীয় চার্চ তাত্ত্বিকদের দ্বারা, রাজনৈতিক শক্তি divine আইন, প্রাকৃতিক আইনের অধীনে divine আইন, শাশ্বত আইনের অধীনে প্রাকৃতিক আইন হিসাবে কাজ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। প্রারম্ভিক সমসাময়িক রাজনৈতিক তাত্ত্বিকরা সর্বোচ্চ ক্ষমতা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। রাজ্য কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করে এবং লোকেরা কেন আইন মেনে চলে সে বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে কন্ট্রাক্টলিস্টরা আগ্রহী ছিলেন। রাজনৈতিক দর্শন যেমন প্রতিষ্ঠানের সাথে যেমন ছিল তেমনিভাবে আচরণ করে এবং যেমন তাদের প্রয়োজন / হওয়া দরকার তখনও মার্কস তাদেরকে বস্তুবাদী পরিস্থিতিতে দেখেছিলেন। মিথ্যা বলার সময় সাবাইন বিন্দুটি অতিক্রম করেন, "রাজনৈতিক চিন্তাধারার একটি উল্লেখযোগ্য কাজ কেবল একটি রাজনৈতিক অনুশীলন কী তা বোঝানোর জন্য নয় এটির অর্থ কী তা বোঝানোও। এটি যা পরিবর্তন করতে পারে। " রাজনৈতিক দার্শনিকরা তাদের সময়ের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি বোঝার চেষ্টা করেছেন, তাদের অর্থ দিয়েছেন এবং তা করার

ক্ষেত্রে; এগুলি পরিবর্তনের পদ্ধতিগুলির পরামর্শ দিয়েছেন। সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে আলোচনা করে।

আরও তাত্পর্যপূর্ণ এবং এটিও তাত্পর্যপূর্ণ, পরবর্তী দার্শনিকরা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিবর্তনের পরামর্শ দেওয়ার পরে, স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছিলেন, রাজনৈতিক দার্শনিক, সাবিনের ভাষাগুলি ব্যবহার করার জন্য, একজন 'সংযোগকারী', একজন 'রিয়েলটর' যিনি রাজনৈতিক বুনন বুনেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা কীভাবে এবং কেন প্রয়োগ করা হয় সে সম্পর্কে রাজনৈতিক পদ্ধতিতে আগ্রহ নিয়ে পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা শুরু থেকেই সমানভাবে প্রাধান্য পায়। প্রকৃতপক্ষে, রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সম্পর্কিত, তবে এটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাজের সাথেও সম্পর্কিত। 'রাজনৈতিক দার্শনিকরা মূলত কোনও রাষ্ট্র কী বা কী করে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়, বরং একসময় যে কোনও রাষ্ট্রকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল, সেটির ব্যবহার তৈরি করে। অন্যান্য ভাষায়, রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাগুলি রাজনৈতিক সংস্থাগুলির সংশোধনের পাশাপাশি আধিপত্য বজায় রেখেছে, যদি আমরা এটি একটি শব্দ, আইনের শাসন, অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতা কীভাবে ব্যবহার করতে পারি তার পদ্ধতিটি সরবরাহ করতে চাই। আইনের শাসনের অর্থ হ'ল এমন আইন থাকতে হবে যা লোককে শাসন করে, শাসন করে না এমন লোককে। এটি বাধ্যতামূলক, স্বেচ্ছাচারিতা এবং সর্বগ্রাসী নিয়মের একটি অবহেলা। এটি শক্তি এবং এর ব্যবহারের ন্যায়সঙ্গততা। আইনের শাসন, একটি ধারণা হিসাবে, এর নিজস্ব নিশ্চিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে: আইনটি নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে; এটি ব্যক্তিদের অর্জনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করা যায় না; এটি নির্বিচারে প্রয়োগ করা প্রয়োজন, যদিও এটি বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে একটি কাজ, বিশদ থেকে স্বশাসিত হতে হবে, এটি অন্যের চেয়ে বেশি লোককে বাধ্যতামূলক শক্তি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে; এটি সমাজ এবং ভারসাম্যের সাধারণ রীতিতে সাড়া দিতে হবে; এটি 'কারণ' হিসাবে একত্রে হতে হবে। প্লেটোর আদর্শ প্রজাতন্ত্র কারণ নির্মাণ এবং প্রজাতন্ত্রের অন্যতম প্রধান উদ্বেগ ছিল নেতৃত্বের বিকাশ যা দুর্নীতিগ্রস্থ হবে না এবং তার যুক্তিযুক্ত আইনের অধীন থাকবে। এরিস্টটল আইনের শাসনকে মানুষের শাসনের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতেন, এ যতই জ্ঞানী হোক না কেন।

রোমান ও মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদরা আইনের কার্যকারিতা: অস্থায়ী বা ধর্মগ্রাহ্য ঠিকাদাররা প্রাকৃতিক আইনকে বোঝায়। অস্টিন থেকে ব্ল্যাকস্টোন, এবং কোক পর্যন্ত ফকীবিদরা কখনোই আইনশাস্ত্র এবং আইনী শক্তির দৃষ্টি হারান নি। মার্কসবাদীরা রাষ্ট্রকে ব্যবহারের একটি সরঞ্জাম হিসাবে নিন্দা করেছে এবং নৈরাজ্যবাদীরা বাহ্যিকভাবে চাপানো শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে। কোনও সমসাময়িক রাজনৈতিক দার্শনিক, যদি থাকে তবে সমাজের ভিত্তি হিসাবে আইনের সৃষ্টি ছাড়াই কোনও ব্যবস্থা প্রচার করা উচিত নয়।

পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা, রাজনৈতিক আদর্শবাদ এবং রাজনৈতিক বাস্তববাদ: পুরো পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তায় যে দুটি প্রধান ধারা প্রবাহিত করে সেগুলি হ'ল: রাজনৈতিক আদর্শবাদ বা কেউ যেমন রাজনৈতিক দর্শন, রাজনৈতিক বাস্তববাদ দেখতে পাবে বা একে একে রাজনৈতিক বিজ্ঞানও বলে অভিহিত করতে পারে। প্লেটো রাজনৈতিক আদর্শবাদের প্রতীক, এবং সঠিকভাবে রাজনৈতিক দর্শনের জনক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে; অ্যারিস্টটল রাজনৈতিক বাস্তববাদের প্রতীক, এবং অত্যন্ত দৃষ্টিতে রাজনৈতিক দর্শনের জনককে বর্ণনা করেছেন। দর্শন এবং বিজ্ঞান পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তার পথে প্রাধান্য পেয়েছে। পশ্চিমের ইতিহাসে এক বিস্তৃত সময় ধরে, 19 শতকের প্রথমার্ধের সাথে সম্পর্কিত পর্যন্ত দর্শনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা শাসিত

হয়েছিল। তারপরেই বিজ্ঞান মূলত তৈলাক্ত সামাজিক বিজ্ঞানের বিকাশের কারণে এবং রাজনৈতিক ঘটনাকে প্রাসঙ্গিকভাবে গড়ে তোলার তাগিদকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দার্শনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, বিশেষত প্রথম দিকের বছরগুলি এবং 1950s -1960s-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে। এই বিতর্কগুলি আদর্শবাদ এবং বাস্তববাদ দ্বারা চিহ্নিত দর্শন এবং বিজ্ঞানের দ্বারা উদ্ভূত ঝামেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সমস্ত পশ্চিমা রীতিনীতি পরিবর্তন এবং স্থিতিশীলতা ছাড়া কিছুই সাক্ষী। বার্লিন, গল্ড অ্যান্ড থারসটোয়, আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার একটি নিবন্ধে লিখেছেন, "নব্য-মার্কসবাদ, নব্য-থোমিজম, জাতীয়তাবাদ, historicতিহাসিকতা, অস্তিত্ববাদ, অপরিহার্য উদারবাদ ও সমাজতন্ত্র, প্রাকৃতিক অধিকারের মতবাদ এবং প্রাকৃতিক আইনের অভিজ্ঞতাগত পরিস্থিতিতে রূপান্তর ... একটি দুর্দান্ত রেওয়াজের মৃত্যুর ইঙ্গিত দেয় না তবে, যদি কিছু হয় তবে নতুন এবং অবিশ্বাস্য প্রবৃদ্ধি রয়েছে। " সমস্ত রাজনৈতিক চিন্তাধারা যেমন নগরায়ণ বা বিকশিত হয়েছে, তার কী হওয়া উচিত এবং কী কী এবং ক্রমাগত দু'টি ধাপের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে টিকে আছে।

পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার স্বাক্ষর: পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তাধারা, যেহেতু প্রাচীন গ্রিস থেকে শুরু থেকেই বিভিন্ন বৈচিত্র্যের বিষয়গুলি মোকাবেলা করা হয়েছে এবং প্রতিটি দার্শনিক এগুলি তার নিজস্ব কোণ থেকে পরিচালনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, রাজনৈতিক দার্শনিকরা অনেক সময় সমাধানগুলির সাথে দ্বিমত পোষণ করেন, তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি যেগুলি তাদের উদ্দেশ্যকে ধারণ করেছে। রাজনীতি সম্পর্কিত প্রধান বিষয়গুলি রাজনৈতিক দার্শনিকদের উদ্বেগ। এই রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান আবিষ্কার করার চেষ্টা করার মাধ্যমে রাজনৈতিক তাত্ত্বিকরা পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তাকে কেবল একটি দিকনির্দেশনাই দেয়নি, পাশাপাশি চিন্তার পদ্ধতির unity দিয়েছেন। পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তার তাত্পর্য রাজনৈতিক দার্শনিকদের রাজনৈতিক বিষয়গুলি চিহ্নিত করার, এবং সমাধান দেওয়ার প্রচেষ্টাতে নিহিত, সুতরাং রাজনৈতিক চিন্তাকে একটি অর্থ এবং দৃষ্টি দিয়েছিল। শেল্ডন ওলিন একটি বক্তব্য রেখে বলেছেন, "নিশ্চিত আচরণ এবং বিন্যাসকে রাজনৈতিক হিসাবে উপস্থাপন, বৈশিষ্ট্য পদ্ধতি যা আমরা তাদের সাথে সম্পর্কিত করি এবং আমাদের পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে যে ধারণাগুলি আমরা নিযুক্ত করি ... সেগুলির কোনওটিতেই লিখিত নেই বিষয়গুলির প্রকৃতি কিন্তু রাজনৈতিক দার্শনিকদের historicalতিহাসিক ক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার "। তিনি এই রাজনৈতিক 'ইস্যুগুলি উল্লেখ করেছেন: সরকার ও বিষয় দ্বারা ক্ষমতাযুক্ত কারবার, রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি, সামাজিক দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি দ্বারা সৃষ্ট সমস্যাগুলি এবং রাজনৈতিক জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এবং উপযোগিতা পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তার মহান কাজের বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য কোনও রাজনৈতিক বক্তৃতা লেখার যে কোনও লেখা পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তার অংশ হিসাবে গঠিত হয় না, তবে যা হয় তা যথার্থরূপে মহান কাজ বা ক্লাসিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়। এটি একটি ক্লাসিক কারণ এটি নিজের মাধ্যমে একটি "শ্রেণি", "প্রথম পদ এবং স্বীকৃত শ্রেষ্ঠত্বের কাজ"। রাজনৈতিক চিন্তায় ধ্রুপদী ক্লাসিকগুলিতে মার্কসের মতো প্লেটো রচনা রয়েছে। ক্লাসিকস শব্দটি 'বেশ কয়েকটি কণ্ঠের কথোপকথনকে বোঝায়', 'একটি কথোপকথন' যা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাস্তবতার ব্যাখ্যা হিসাবে কাজ হিসাবে প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক তত্ত্বের কাজগুলি রাজনৈতিক দার্শনিকদের মাধ্যমে সময়ে সময়ে রচিত হয় এবং এগুলি একটি বিভ্রান্তিকর সময়ের সাথে সম্পর্কিত এবং তবুও তারা নিরবধি থাকে। তারা নিরবধি কারণ তারা সর্বকালে বেঁচে থাকে এবং তাদের নিজস্ব সময়ের বাইরে থাকে। তারা নিরবধি কারণ তারা সমস্ত বয়সের অংশ, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে

প্রাসঙ্গিক। তারা নিরবধি কারণ তারা এমন সমস্যাগুলি তুলে ধরে যা আগামীর জন্য সমস্ত সমস্যা: প্লেটোর যুগে রাজনীতিতে দুর্নীতি একটি সমস্যা ছিল এবং এটি আজও একটি সমস্যা। কাজগুলি নিরবধি কারণ তারা প্রতি বয়সের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করে। তারা নিরবধি কারণ তারা যে থিমগুলিতে স্পর্শ করে সেগুলি সমস্ত পরিস্থিতিতে সর্বদা প্রতিবিম্বিত হয়। তারা চিরকালীন কারণ তারা চিরকালীন। রাজনৈতিক তত্ত্বের কাজগুলি অসামান্য নয় কারণ এতে যা প্রকাশ করা হয়েছে তা মূল, এটি 'যিনি প্রথমে বলেছিলেন' ধরনের যিশাইয় বার্লিন বলেছেন, 'শ্রেণি', 'শ্রেণিবদ্ধ সম্পর্কে', 'সর্বহারা', 'বুর্জোয়া', 'বিপ্লব', 'উদ্বৃত্ত মূল্য' প্রভৃতি সমস্ত শর্ত মার্কস ব্যবহার করেছিলেন, যিশাইয় বার্লিন বলেছিলেন, তিনি তাঁর ছিলেন না, তিনি ছিলেন না প্রথম ব্যক্তি যিনি এগুলি ব্যবহার করেছিলেন, কারণ তারা এর আগে বেশ কয়েকটি পণ্ডিতের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু মার্কসের কৃতিত্বের দিকে যা যায় তা নয়। এই শর্তগুলিকে নতুন এবং সুনির্দিষ্ট অর্থ দেওয়ার জন্য মার্কসের অবদান রয়েছে, তাদের উপর নির্মিত একটি নতুন রাজনৈতিক চিন্তাধারা। মূলটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ হতে পারে তবে একটি রাজনৈতিক পরিস্থিতি বোঝা এবং বিশ্বকে দেওয়া, এটি একটি নতুন ব্যাখ্যা সেখানেই ম্যামের গুরুত্ব এবং যে কোনও রাজনৈতিক দার্শনিকের বিষয়টি রয়েছে। রাজনৈতিক গ্রন্থগুলি ভাষা, প্রতীক, ধারণার মাধ্যমে প্রকাশিত নিবেদিত ভাষার বিকাশে ব্যাপক অবদান রেখেছে এবং রাজনৈতিক, দর্শনের শব্দভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে। রুসোর মাধ্যমে ব্যবহৃত 'সাধারণ ইচ্ছা' ধারণাটি এরকম শব্দভাণ্ডারের উদাহরণ। ভাষা যেমন 'প্রকৃতির রাষ্ট্র', 'নাগরিক সমাজ' এবং এর মতো অন্যান্য উদাহরণ। রাজনীতিতে এগুলি অসংখ্য দার্শনিকের মাধ্যমে আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।